যুগান্তর

চবিতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে দফায় দফায় সংঘর্ষ

শাটল ট্রেনের হোসপাইপ কর্তন, অবরোধের ডাক, আহত ৬ * বাকৃবি, নোবিপ্রবি ও বরিশালেও ছাত্রলীগের সংঘর্ষ

প্রকাশ : ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর ডেস্ক

ছবি: যুগান্তর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের ৬ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। শনিবার মধ্যরাত ও রোববার দিনভর ছাত্রলীগের বিবদমান দুটি পক্ষ বিজয় ও সিএফসি গ্রুপের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। একে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেনের হোসপাইপ কেটে ফেলে একপক্ষ।

শিক্ষকদের বাসের তলায় সুপার গ্লু ঢেলে বাস চলাচলও বন্ধ করে দেয় তারা। এদিকে সিএফসির নেতা চবি ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল হক রুবেলকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার না করা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের অবরোধের ডাক দিয়েছে বিজয় গ্রুপ।

এ গ্রুপের নেতা চবি ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক এইচএম তারেকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। রোববার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বরিশাল নগরীতেও ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এসব ঘটনায় আরও অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

চবি : শনিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে শাহ আমানত হলের সামনে বিজয় গ্রুপের মো. ইলিয়াসের সঙ্গে সিএফসির নেতাদের কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ইলিয়াসকে মারধর করে সিএফসির নেতাকর্মীরা।

এ ঘটনা জানাজানি হলে বিজয়ের কর্মীরা সোহরাওয়ার্দী ও আলাওল হলের সামনে অবস্থান নেন। পরে দু'পক্ষের মধ্যে ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এ সময় ইটের আঘাতে বিজয় গ্রুপের ৫ নেতাকর্মী আহত হন। পরে রাত ২টায় পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

আহতরা হলেন- ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের মোহাম্মদ ইলিয়াস, সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক ও পরিসংখ্যান বিভাগের একই বর্ষের মাহফুজ আহমেদ, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের ওবায়দুল হক, ভূগোল বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের প্রিয়ম রায় প্রান্ত, লোক প্রশাসন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের নিলয় হাসান।

এদিকে রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভোরে নগরীর বটতলী রেলস্টেশনে দুটি শাটল ট্রেনের হোসপাইপ কেটে ফেলে একপক্ষ। এর ফলে সকালে নির্ধারিত দুটি ট্রেন ক্যাম্পাসে আসতে পারেনি। এ সময় ট্রেনের লোকো মাস্টারকে অপহরণ করা হলেও কিছু সময় পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। একই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও স্টাফ বাসের তলায় সুপার গ্লু ঢেলে দেয়ায় বাস চলাচলও বন্ধ হয়ে পড়ে।

দুপুরে বিজয় গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হলের সামনে এবং সিএফসি শাহ আমানত হলের সামনে অবস্থান নেয়। এ সময় দু'পক্ষের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ায় সিএফসি কর্মী শোয়াইবুর রহমান কনক আহত হয়েছেন। কনক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিজয়ের নেতা সাবেক যুগ্ম সম্পাদক এইচএম তারেকুল ইসলাম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল হক রুবেলের নির্দেশে নেতাকর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়। তাকে আমরা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে চেয়েছি। কিন্তু সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে রাজনীতি করার মনমানসিকতা তার নেই।

তার মতো একজন অছাত্রের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের রাজনীতি কখনও সফল হবে না। আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার এবং দ্রুত তাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কারের দাবি জানাচ্ছি।

অন্যদিকে সিএফসি গ্রুপের নেতা চবি ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল হক রুবেল বলেন, বিজয় গ্রুপের ইলিয়াস হিজবুত তাহরিরের সঙ্গে যুক্ত। তিনি বিভিন্ন সময় অস্ত্র ঠেকিয়ে নেতাকর্মীদের হুমকি-ধমকি দিতেন। রাতে হলে ছাত্রলীগ কর্মীদের অস্ত্র ঠেকালে তাকে প্রতিহত করা হয়।

বাকৃবি : শনিবার রাতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) ফজলুল হক হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, রাত ৯টার দিকে হলের ক্যান্টিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির বিপক্ষ গ্রুপের মুনতাসির রাসিব, মজনু রানা, আকাশ রহিম আলাপ করছিলেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ও বাকৃবি ছাত্রলীগের সদস্য তাহছিউদ্দৌলা বাপ্পি ক্যান্টিনে এলে তাদের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়।

একপর্যায়ে তারা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। পরে বাপ্পি হল ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রোহান ইসলাম ও হল কমিটির অন্য কর্মীদের ডেকে নেন। লাঠিসোটা হাতে দুই গ্রুপের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ সময় হল প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল হক ও সহযোগী ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মো. আজহারুল ইসলাম সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। এ বিষয়ে ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মারামারির ঘটনা আমার জানা নেই।

বরিশাল : বরিশালে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক শামীমের অনুসারী ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যায় নগরীর কাশিপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে। প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বিকালে বরিশাল বিমানবন্দরে যান তিন শতাধিক নেতাকর্মী।

প্রতিমন্ত্রীকে বিদায় দিয়ে ফেরার পথে কাশিপুরে বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন কলেজ ছাত্রলীগ নেতা নুর আহাদ সাঈদী এবং শাহারিয়ার সাচিব রাজিবের কর্মীদের সংঘর্ষ শুরু হয়। একপর্যায়ে দুটি গ্রুপে পাল্টাপাল্টি অবস্থান ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়। এতে উভয় গ্রুপের ১০ নেতাকর্মী আহত হন।

বরিশাল মেট্রোপলিটন বিমানবন্দর থানার ওসি মাহাবুবউল ইসলাম জানান, পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেছে। তবে কাউকে আটক করতে পারেনি। পুলিশ যাওয়ার আগে সবাই পালিয়ে যায়।

নোয়াখালী : শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সিনিয়র ভাইয়ের সামনে সিগারেট খাওয়াকে কেন্দ্র করে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (নোবিপ্রবি) ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে ২ ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় আবদুস সালাম হলে হোন্ডা, সাইকেলসহ ৮টি কক্ষে ব্যাপক ভাংচুর চালানো হয়।

জানা গেছে, ছাত্রলীগের নোবিপ্রবি সভাপতি সফিকুল ইসলাম রবিন ও সেক্রেটারি শাকিব মোশাররফ গ্রুপের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে। রাত ৯টার দিকে রামদা, কিরিচ, হকিস্টিক, লৌহার রড নিয়ে উভয়পক্ষে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া শুরু হয়। পরে সুধারাম থানা পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সংঘর্ষে আহত কাজী লিসাব, ফারুখ, মোজাম্মেল, জয় ও সজিবকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নোবিপ্রবির রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মুমিনুল হক বলেন, এটা তুচ্ছ ঘটনা। প্রক্টর মহোদয় রাতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ছাত্রদের হলে ফিরিয়ে নিয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।